- ম্যাজিক-

এদের বুঝি পরিবেশনের লোক নেই? – বছর কয়েক আগে এক বিয়ে বাড়িতে বুফে হওয়ায়, অনভ্যস্থ এক বয়স্ক মহিলার প্রশ্ন ছিল।এখন এমন প্রশ্ন পাগলেও করেনা।

কয়েকবছরে আদি অকৃত্তিম সানাই ছাড়া বিয়েবাড়ির সবই প্রায় বদলে গেছে।এই ফ্যাশন কে আমরাও ছাড়তে পারিনি বলা ভালো ফ্যাশন আমাদের ছাড়েনি।বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষ্যে বুফে।

আমাদের এই মফস্বলেও শহুরে ছোয়া এসে পড়েছে।বুফেতে আমরা প্রথম তা নয়,এর আগেও হয়েছে।অনুষ্ঠান বাড়ির আলো ঝলমলের মধ্যে আমার চোখে পড়ল ফ্যাকাসে নিরাপদ দা কে।নিরাপদ দা সাদা কালো টিভির যুগের মানুষ।

তখনও কেটারার সিস্টেমের এত রমরমা হয়নি,তখন বিরিয়ানি মাঞ্চুরিয়ান ফিস মুনিয়া কাবাব,আইস্ক্রিমের জায়গায় পাত আলো করে বেগুন ভাজা,ছোলার ডাল,মাছের কালিয়া,কষা মাংস,দই,মুখশুদ্ধি।পাশের বাড়ির বিভিন্ন বয়সের ছেলেছোকরা পরিবেশনের ভরসা।নুন লেবু ও জল শিক্ষানবিশ পর্যায়ে আর বালতি করে মাংস ভাত ইত্যাদি দেওয়ার দায়িত্ব পাওয়া ছিল প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার ছাড়পত্র।

নিরাপদ দা ছিল এই মফস্বলের অন ম্যান আর্মি।ভাজা থেকে মাংস,ডাল বা ছ্যাঁচড়া রান্নায় নিরাপদের হাত জগন্নাথ।
।একাধারে কোচ – ক্যাপ্টেন – স্ট্র্যাটেজিস্ট। বাজার করার সময় থেকেই তার গেমপ্ল্যান রূপায়ন শুরু হত। কোন বাজারে কি সস্তা – কোথায় সেরা জিনিসটা পাওয়া যায় – সব থাকত তাঁর নখদর্পনে। নবদ্বীপের দই – কিংবা গুপ্তিপাড়ার মোহনভোগ। সব গুণমান, দরদাম তাঁর কণ্ঠস্থ।

বেশি করে চর্বি আর ঝাল দিলে মাংস বেশি টানতে পারবে না বা কোন মশলা বেশী দিলে মুখ মেরে যাবে এইসব‘war room’ স্ট্রাটেজির মাস্টারমাইন্ড ছিল নিরাপদ।সঙ্গে গৃহস্থ কে দেওয়া অভয়বাণী- শর্ট ফেলতে দেব না বাবু ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!”
পাড়ায় পাড়ায় তখনও গজায়নি ক্যাটারার সংস্থাগুলি। নেমন্তন্ন বাড়ির পুরো রান্নাটা বাড়িতেই করা হত ঠাকুরের তদারকিতে।এমনই এক জাদুকর ছিল নিরাপদ। নিমন্ত্রনকারী ও নিমন্ত্রন রক্ষাকারীর মধ্যেই একপ্রকার লড়াই,যার ফলাফল নির্ভর করত এই ঠাকুরের হাতের উপর।
ছোটোতে দেখেছি আমাদের বাড়ির শীত গ্রীষ্ম বর্ষা নিরাপদই ভরসা। সময় বদলায় স্বাদ বদলায়,আইটেমের সাথে বদলায় নিরাপদের মতো ঠাকুররাও।

আমাদের অজান্তেই আমাদের খাদ্যসংস্কৃতির নতুন আমদানি হয়ে ওঠে কেটারার।কেটারার সংস্থার পৌষ মাস আর রান্নার ঠাকুরের সর্বনাশ।সেই থেকে নিরাপদ কেবল মচ্ছপে বা বালকভোজনে ঘ্যাট খিচুড়ি রান্নার বরাত পায় তাও বরাতজোরে।

একাই একশো নিরাপদ দার অ্যাকিলিস হিল হয় আমাদের মফস্বলের নতুন আমদানি বিরিয়ানি।বিরিয়ানি ই তাঁর গৌরব ফিকে করেছে আবার এই বিরিয়ানিই পারে তাঁর গৌরব পুনরুদ্ধার করতে।
ডান হাতের অনামিকার দু:স্থ সোনার আঙটি দেখিয়ে প্রায়ই বলত রান্নায় খুশি হয়ে এক জমিদার উপহার দিয়েছিলেন।
নিরাপদ জনে জনে আফশোস (নাকি অভিযোগ?) করে এখনকার ক্যাটারার গুলো রাঁধতে পারে?প্যাকেট মশলা দিয়ে কি আর স্বাদ খোলতাই হয়?

ঐ রান্নায় পেট ভরলেও মন ভরেনা।রান্না হল শিল্প,স্বাদ আবিষ্কার করতে হয়।আমি মাংস করলে গন্ধেই স্বাদ জানান দেয়।রুচি আনা সবার কাজ না।এখনকার ক্যাটারারদের মুখ মারার ধান্দা।যত কম খাবে তত ওদের লাভ।

রান্না আর ব্যাবসা এক নয়,রান্নায় আবেগটাই আসল।
পেটের দায়ে হকারি তে নেমেও তেমন সুবিধে করতে পারেনি,আসলে সে রান্না থেকে দূরে গেলেও, রান্না ওর থেকে কখনওই দূরে যায়নি।

বিভিন্ন হোটেলে ও অনুষ্ঠান বাড়ির রসুইখানায় নিত্যনতুন নামের রান্নার বিশেষত বিরিয়ানির রহস্যভেদের উদ্দেশ্যে নিরাপদর বৈধ অবৈধ প্রবেশের ফলে, অনেকের কাছেই নিরাপদ থেকে সে আপদ হয়ে উঠেছিল,কিন্তু অপমান হাসি ঠাট্টায় তাঁকে দমানো যায়নি।

দারিদ্র্য তাঁর উৎসাহ র মৃত্যু ঘটাতে পারেনি।

জনে জনে বলতেন ঐ রান্না আমিও পারব।রান্না যে আমার রক্তে।একটা সুযোগ চাই।

সুযোগএসেছিল নিরাপদ দার আমাদের পিকনিকে বিরিয়ানি রান্নার।কিন্তু নিরাপদের ম্যাজিক ফেল করল।। ব্যাপারটা না বিরিয়ানি না পোলাওয়ের মাঝামাঝি কিছু একটা হয়েছিল।

শুনতে হয়েছিল তুমি অ্যান্টেনা জমানার পাবলিক, তোমার রান্না মিউজিয়ামের মমি আর বনমানুষের জন্যই ঠিক আছে, এলাইন তোমার নয়।

আধসিদ্ধ আলু,পেয়াজ পোড়া, কাঁচা মাংসের থেকেও খারাপ লেগেছিল নিরাপদ দার হেরে যাওয়া মুখ।শুনতে পেয়েছিলাম বিড়বিড় করে বলা কটা লাইন- কিন্তু আবেগটাই যে আসল...।

কিন্তু আবেগের চেয়ে রান্নায় আমরা স্বাদ খুঁজতেই আগ্রহী ছিলাম বেশী।

কয়েকদিন পরে নিরাপদ দা মারা গেছিল।দু কামরার ঘরে তক্তায় পড়ে থাকা কাঠ হয়ে যাওয়া নিরাপদ দার শরীর,খালি অনামিকা আর কয়েকটা কাগজপত্র আর ঝুল মোড়া ধুলো পড়া কড়াই খুন্তি চোখে লাগছিল। তবে যাওয়ার আগে অসুস্থ শরীরেই ম্যাজিক দেখিয়েছিল বটে নিরাপদ দা।

খাইয়ে গেছিল বিরিয়ানি, যারা খেয়েছিল তাঁরা বলেছিল নিরাপদ ঠাকুরের জীবনের সেরা রান্না।
অনেকে বলল বিরিয়ানিটা যা হয়েছিল না !"আমি মনে মনে বলি "হ্যা ভালো তো হবেই, নিরাপদ দার সোনার আংটিটা যে ওতেই গেল!!" ম্যাজিকের মাসুল।খালি অনামিকা আর পাশের শহরের উঠতি দোকান "বিরিয়ানি কর্ণারের; বিল দেখে দুয়ে দুয়ে চার করার জন্য ফেলুদা না হলেও চলে,তাই আমারও ম্যাজিক রহস্য বুঝতে অসুবিধে হয়নি।বিলটা আমি চিতাভস্মের সাথে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলাম।নিরাপদদার সাথেই বিরিয়ানির রহস্যটা চলে যাক।

সব ম্যাজিক এর রহস্যভেদ করতে নেই।

কারণ আবেগটা আসল বাকি সব মিথ্যে।